23 MAY 2017

শিক্ষার্থী দিয়ে উত্তরপত্র দেখানো হচ্ছে!

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হল থেকে এইচএসসির ১০০ উত্তরপত্র উদ্ধার

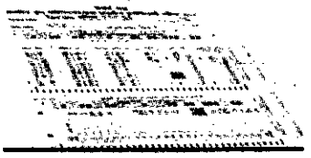

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ●

রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সদ্য শেষ হওয়া উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার কিছু উত্তরপত্র শিক্ষার্থীদের দিয়ে দেখানোর তথ্য পাওয়া গেছে। গতকাল সোমবার *প্রথম আলোর* কাছ থেকে এ তথ্য পেয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের একটি হল থেকে একটি বিষয়ের ১০০টি উত্তরপত্র উদ্ধার করেছেন শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা।

ছাত্রী হলে এইচএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র থাকার বিষয়টি গতকাল দুপুরে *প্রথম আলোর* পক্ষ থেকে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে জানানো হয়। তিনি এর প্রমাণ দিতে বলেন। সেই সঙ্গে তিনি খাতা উদ্ধারের জন্য সহযোগিতা চান। তাঁকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি দ্বিতীয় পত্রের ১০০টি উত্তরপত্রের একটি বান্ডিলের খবর দেওয়া হয়। এ বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে ২ মে। উত্তরপত্রে পরীক্ষক কোড ছিল ৯৫০৪। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এই কোডধারী শিক্ষকের নাম মো. আবুল কালাম। তিনি রাজশাহী শহরের একটি সরকারি কলেজের শিক্ষক।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

শিক্ষার্থী দিয়ে উত্তরপত্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গতকাল বিকেল ৪টার দিকে শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তরুণ কুমার সরকার ও উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জাহিদুর রহিম মতিহার থানার পুলিশ নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনুজান হলের ফটকে অবস্থান নেন। কিন্তু পুলিশ প্রক্টর ও হলের প্রাধ্যক্ষ ছাড়া ছাত্রীদের ওই হলের ভেতরে যেতে রাজি হয়নি। খবর দেওয়া হলে প্রায় এক ঘণ্টা পর প্রক্টর মুজিবুল হক আজাদ ও প্রাধ্যক্ষ জিন্নাত ফেরদৌসী হলে আসেন। তাঁরা ভেতরে গিয়ে হলের ১ নম্বর ডরমিটরির একটি খাটের নিচ থেকে একটি ব্যাগে ভরা অবস্থায় ১০০ উত্তরপত্র উদ্ধার করেন। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ উদ্ধারকারী দল হলটি থেকে বেরিয়ে আসে। তবে উত্তরপত্রগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার দেখানো হয়।

পরে জানা গেছে, উত্তরপত্রগুলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের একজন ছাত্রকে দেখার জন্য দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওই ছাত্র উত্তরপত্রগুলো তাঁর এক ছাত্রী বন্ধুকে দেন। মনুজান হলের ডরমিটরির আবাসিক ওই ছাত্রীও বাংলা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষে পড়েন। ওই ডরমিটরি থেকেই উত্তরপত্রগুলো উদ্ধার করা হয়। তবে কোন ছাত্রীর কাছ থেকে উত্তরপত্রগুলো পাওয়া গেছে, তা উদ্ধারকারীরা জানাতে পারেননি।

শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তরুণ কুমার সরকার সন্ধ্যায় *প্রথম আলোকে* বলেন, পরীক্ষক আবুল কালামকে তাঁর কার্যালয়ে হাজির করা হয়েছে।

বোর্ড সূত্র বলেছে, ওই শিক্ষক হাজির হয়ে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে তিনি উত্তরপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় শিক্ষকের অংশটুকু পূরণ করে দেওয়ার জন্য অপর একটি কলেজের শিক্ষককে দিয়েছিলেন। ওই শিক্ষককেও বোর্ডে হাজির করা হয়, তবে তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বলেন, এ ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা পরে জানানো হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর